গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ঈদ যাত্রা ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গণশুনানি ও মতবিনিময় সভার রেকর্ড অব নোটস :

সভাপতি	:	**এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী** সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	০২ এপ্রিল ২০২৪
সময়	:	সকাল ১১.৩০ মিনিট
স্থান	:	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি ঈদযাত্রা ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গণশুনানী ও মতবিনিময় সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানী ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১.২ প্রারম্ভিক বক্তব্যে সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গণশুনানী ও মতবিনিময় সভা আয়োজনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না – চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।" মহান নেতার এই ভাষণ ও তাঁর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তরসমূহ প্রতি অর্থবছর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সকল দপ্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

১.৩ তিনি জানান জাতির পিতার স্বপ্ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে আজকের এই গণশুনানী ও মতবিনিয়ম সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সেবা গ্রহীতার দরজায় সেবা পৌঁছে দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অবশেষে তিনি ঈদযাত্রা ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে উপস্থিত অংশীজনের কাছে চান্দিনা, দাউদকান্দি, গৌরীপুর, চৌদ্দগ্রাম, মাধাইয়া বাজার কিভাবে যানজটমুক্ত করা যায় তার জন্য উপস্থিত সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করেন।

২.০ গণশুনানী ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণের মতামত/পরামর্শ :

২.১ খন্দকার মু: মুশফিকুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা : তিনি ঈদ যাত্রা ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে বলেন যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনা বেশী। ঈদের সময় লাইসেন্স বিহীন, ফিটনেস বিহীন যানবাহনে দুর্ঘটনা বেশী ঘটে। এদের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, লক্কর ঝক্কর গাড়ি, ফিটনেস বিহীন গাড়ি অপসারণে জন প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তিনি সভায় একটি মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কিছু সুপারিশ প্রদান করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো - (১) মহাসড়ক হতে অবৈধ বাজার অপসারণ, (২) হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের অবৈধ পার্কিং অপসারণ, (৩) যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা বন্ধ করা, (৪) ফিটনেসবিহীন গাড়ী রাস্তায় বন্ধ করা, (৫) জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, (৬) সড়ক দুর্ঘটনায় দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা, (৭) হাইওয়ে কেন্দ্রিক অপরাধ দমন করা, (৮) সার্ভিস লেন মেরামত/সংস্কার করা (৯) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা এবং (১০) BNCC, রোভার স্কাউটের সড়ক সুশৃঙ্খল করার দায়িত্ব প্রদান করা।

২.২ জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, কার্যকরী সভাপতি, জেলা পরিবহন মালিক গ্রুপ, কুমিল্লা : তিনি সভায় উল্লেখ করেন যে, এখন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুখোমুখী সংঘর্ষে দুর্ঘটনা কমে গেছে। মহাসড়কে বেশীরভাগ যানবাহন বাম পার্শ্ব দিয়ে ওভারটেক করে। অনেক স্থানে মহাসড়কের পার্শ্বে মাটি নেই। এরফলে দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। এই মহাসড়কে ৮৫০টি ফিডার সড়ক আছে। ফিডার সড়ক হতে মহাসড়কে ওঠার নীতিমালা করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। ফুটওভার ব্রিজ, বাস-বে করা প্রয়োজন।

২.৩ **জনাব আজাদ সরকার লিটন, নিরাপদ চালক চাই :** তিনি সভায় কুমিল্লা সড়ক বিভাগের বিভিন্ন মহাসড়কের রোড মার্কিং, সাইন সিগন্যাল আরো ব্যাপক ভাবে স্থাপনের পাশাপাশি দূর্ঘটনা ঘটতে পারে এরকম চকচকে বস্তু সড়ক থেকে সরিয়ে ফেলার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি চান্দিনা, দাউদকান্দি, গৌরীপুর, চৌদ্দগ্রাম, মাধাইয়া বাজার এলাকায় কিভাবে যানজটমুক্ত করা যায় তারও ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

২.৪ **মীর শাহ আলম, প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ :** বাস ভাড়া নিয়ে জনমনে অসন্তোষ আছে। তিনি ঈদে কুমিল্লা থেকে ঢাকা যাত্রীভাড়া অবৈধভাবে বৃদ্ধি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

২.৫ **জনাব ফারজানা আমীন, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর :** তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কুমিল্লা (১০৫তম কিঃমিঃ) অংশে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামনে (আলেখারচর) পথিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের অনুরোধ করেন। এছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে মোহাম্মদ আলী থেকে কুমিল্লার শেষ সীমানা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্পটে ফুটওভার ব্রীজ মেরামতের অনুরোধ জানান।

২.৬ **জনাব পাপড়ি বসু, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত :** তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, দীর্ঘ মেয়াদী যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধের বিষয় নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। অতিরিক্ত গতি, যত্রতত্র লেন পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধ করা, যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা বন্ধকরণসহ সরু রাস্তার দু'পাশে বহুতল ভবন নির্মাণ বন্ধের অনুরোধ জানান এবং ঈদের সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ড্রাইভারের সংখ্যা বাড়িয়ে বাস দুর্ঘটনা হ্রাসেরও অনুরোধ জনান। তিনি হাইওয়ে কেন্দ্রিক অপরাধ কীভাবে দমন করা যায় এবং সার্ভিস লেন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

২.৭ **জনাব গাজীউল হক সোহাগ, ষ্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, কুমিল্লা :** তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রায় ১০৭টি ফিটনেসবিহীন মাইক্রোবাস ক্যান্টনমেন্ট থেকে চান্দিনা এবং ১২০টি ক্যান্টনমেন্ট থেকে কুমিল্লা শহরে আসে। জাতীয় মহাসড়কে এই মাইক্রোবাসসমূহ চলাচল বন্ধ করাসহ তিনি মিনিবাস সার্ভিস চালু করার অনুরোধ জানান।

২.৮ **জনাব মোছাঃ মাছুমা আরেফিন, সিইও, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট :** তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, কুমিল্লা শহর হতে চান্দিনা পর্যন্ত ১৬০টি গাড়ী চলে। এ গাড়িগুলো পার্কিং এর জন্য ক্যান্টনবোর্ড ইজারা দিয়েছে। এই মাইক্রোবাসগুলো বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়। যেহেতু ক্যান্টনমেন্ট হতে কুমিল্লা শহরে যাতায়াতের বিকল্প কোন যানবাহন নেই তাই সকলের যাতায়াতের সুবিধার্থে এ গাড়িগুলো চলাচল করে।

২.৯ **জনাব নিতীশ সাহা, নিরাপদ সড়ক চাই :** তিনি সভাকে বলেন যে, হাইওয়েতে রাইড শেয়ার এবং মোটর সাইকেল চলাচল নিয়ন্ত্রণের করতে হবে। ওভার স্পীড এবং ড্রাইভারের ক্লান্তির কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। নিমসার এলাকায় হাইওয়েতে মালামাল/শজী লোড আনলোডের ফলে যানজট হয়। মহাসড়ক হতে বাজার অপসারন এবং হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে অবৈধ পার্কিং অপসারন করারও অনুরোধ করেন।

২.১০ **জনাব তানভীর দিপুর, রিপোর্টার, ইনডিপেনডেন্ট টিভি, কুমিল্লা :** তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কুমিল্লা অংশের ১০৫তম কিঃমিঃ এ রাস্তার দু'পাশে যত্রতত্র ইটভাটা, মহাসড়কে উঠানামা বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া দূর্ঘটনা বন্ধে মহাসড়কের দু'পাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

২.১১ **জনাব ইসহাক মিয়া, সিএনজি মালিক, কুমিল্লা :** তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, কুমিল্লায় ফিটনেস বিহীন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ী চলাচল করে। এছাড়া পুলিশ টোকেনের মাধ্যমে সড়কে অবৈধ যানবাহন চলাচল করে। এগুলি বন্ধ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.১২ **জনাব রোমেন শর্মা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা :** তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ড্রাইভার ও গাড়ি ছাড়ার সময় সমন্বয় এবং ড্রাইভারদের ডোপ টেস্ট করা প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মহাসড়ক হতে Reflecting Material অপসারণ করতে হবে। এছাড়া হাইওয়েতে দূর্ঘটনা কবলিত লোকজনের জন্য দাউদকান্দি উপজেলার শহীদনগর নামক স্থানে অবস্থিত ট্রমা সেন্টারটি চালু করার অনুরোধ জানান।

২.১৩ **পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, কুমিল্লা :** তিনি সভাকে, ফিটনেসবিহীন মাইক্রোবাসগুলো দ্রুত মহাসড়ক থেকে অপসারনের জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করার আশ্বাস দেন। তিনি বাস এবং সিএনজি টার্মিনালগুলো থেকে অনিয়ম অচিরেই দূরীকরণে সকলের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। সকল প্রকার অবৈধ টোকেন লেনদেন বন্ধের পাশাপাশি এর সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনারও আশ্বাস দেন।

২.১৪ **জনাব আবু হেনা মোঃ তারেক ইকবাল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোন :** তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, আসন্ন ঈদযাত্রাকে আরামদায়ক এবং নিরাপদ করার লক্ষ্যে কুমিল্লা সড়ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঈদ যাত্রাকে স্বস্তিকর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে কুমিল্লা সড়ক বিভাগের ঢাকা-চট্টগ্রাম (এন-১) জাতীয় মহাসড়কের প্রায় ১০৫ কিলোমিটার এবং কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়াসহ অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কের সকল সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঈদ-উল-ফিতরকে মাথায় রেখে সড়ক বিভাগের আওতায় দুটি মোবাইল টিম গঠন করা হয়েছে যা সার্বক্ষনিক জরুরি মেরামত কাজে নিয়োজিত থাকবে। এছাড়া সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্থলে থেকে সর্বসাধারণের ঈদযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে ঈদ যাত্রায় সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য গৌরীপুর, চান্দিনায় সিসি টিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ঈদযাত্রাকে স্বস্তিকর ও নিরাপদ করার জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে সড়ক ও জনপথ বিভাগ সভা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেসব বাস্তবায়নে সকলে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

২.১১ **সৈয়দ মঈনুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর :** তিনি সভাকে বলেন যে, সভায় উপস্থিত সকলকে রাস্তা পারাপারের সময় ফুটওভার ব্রীজ ব্যবহার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির অনুরোধ জনান। একই সাথে নারী, বয়স্ক এবং শিশুদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিরও অনুরোধ জানান।

০৩. **সভাপতি মহোদয় :** সভায় উল্লেখ করেন যে, বৃষ্টির কারণে সড়কে বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঈদ যাত্রায় মহাসড়কে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পুলিশ এবং সংশ্লিষ্টদের রেইনকোর্ট সাথে নিয়ে ডিউটি করার অনুরোধ জানান। বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, শ্রমিকদের নিয়োগ দিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্পটগুলো মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গণমাধ্যম কর্মীগণ আমাদের মনিটরিং টিমের সাথে থাকবেন। কোন অনিয়ম হলে আমাদের জানাবেন। হাইওয়ে হতে অবৈধ বাজার, অবৈধ পার্কিং অপসারণ করা হলে দুর্ঘটনা ও যানজট হবেনা। অনেক সময় আমরা ড্রাইভারদের স্পীড বাড়ানোর জন্য চাপ প্রদান করি। এই বিষয়ে যাত্রীদের নিবৃত্ত থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ড্রাইভাররা আমাদের সেবা দিচ্ছে, তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে মহাসড়কের আলোখারচর ও অন্যান্য স্থানে জন চলাচল নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার জন্য ফুটওভার ব্রীজ স্থাপন করা হবে। জাতীয় মহাসড়কে সকল প্রকার ফিটনেসবিহীন মাইক্রোবাস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যেহেতু ফিটনেসবিহীন মাইক্রোবাস ক্যান্টনমেন্টে চলার অনুমতি নেই তাই হাইওয়েতে এইসব যান চলাচল বন্ধ করা হবে। তিনি বিষয়টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে অনুরোধ জানান। এছাড়া জাতীয় মহাসড়কে কোন প্রকার সিএনজি, অটোরিক্সা যাতে চলাচল না করতে পারে তা বন্ধে হাইওয়ে পুলিশকে অনুরোধ করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ১০-লেনে উন্নীত করার প্রকল্প তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি সড়ক দূর্ঘটনারোধে প্রশিক্ষিত ড্রাইভারদের দ্রুত নিয়োগ করা হবে এবং এজন্য বিপুল সংখ্যাক ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪. অতঃপর আর কোন বিষয় /পরামর্শ না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানী ও মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১৩.২৩-৬৬

তারিখ : ১৫ বৈশাখ, ১৪৩১ / ২৮ এপ্রিল, ২০২৪

বিতরণ :

(ক) সরকারি সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বনানী, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, ২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব, বাজেট অনুবিভাগ এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও এপিএ টিম লিডার, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৬. প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়ককে (এন-১০২) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প।
৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।
৮. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/চাঁদপুর/ফেনী/ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৯. পুলিশ সুপার, কুমিল্লা।
১০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা।
১১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।

১২. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।
১৩. পরিচালক, ১০ বর্ডার গার্ড, ব্যাটালিয়ান, কুমিল্লা।
১৪. কোম্পানী অধিনায়ক, র‍্যাব-১১, কুমিল্লা।
১৫. সিভিল সার্জন, কুমিল্লা।
১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/পানি উন্নয়ন বোর্ড/গণপূর্ত বিভাগ/শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদদপ্তর, কুমিল্লা।
১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ২, ৩, বিউবো, কুমিল্লা।
১৯. জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি- ১, ২, ৩, ৪, কুমিল্লা।
২০. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, কুমিল্লা সামাজিক বন বিভাগ, কুমিল্লা।
২১. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, কুমিল্লা।
২২. জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা।
২৩. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা।
২৪. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
২৫. তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কুমিল্লা।
২৬. উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।
২৭. উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কুমিল্লা।
২৮. মহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুমিল্লা।
২৯. প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, কুমিল্লা।
৩০. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।
৩১. জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, শিশু একাডেমী, কুমিল্লা।
৩২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আদর্শ সদর/সদর দক্ষিণ/দাউদকান্দি/মেঘনা/তিতাস/হোমনা/চান্দিনা/দেবিদ্বার/মুরাদনগর/বুড়িচং/ব্রাহ্মণপাড়া/লালমাই/বরুড়া/লাকসাম/নাঙ্গলকোট/মনোহরগঞ্জ/চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
৩৩. সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, কুমিল্লা।
৩৪. ম্যানেজার (ট্রেনিং), বিআরটিসি কুমিল্লা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা।

(খ) স্থানীয় সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
২. বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, কুমিল্লা।
৩. সভাপতি, নিরাপদ সড়ক চাই, কুমিল্লা।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. উপাচার্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।
২. অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।
৩. অধ্যক্ষ, কুমিল্লা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।
৪. অধ্যক্ষ, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা।
৫. অধ্যক্ষ, কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ, কুমিল্লা।
৬. অধ্যক্ষ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা।

(ঘ) বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজ ও গণমান্য ব্যক্তিবর্গ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জনাব মোঃ সফিউল আহম্মেদ বাবুল, জেলা ইউনিট কমান্ডার, কুমিল্লা।
২. জনাব মোঃ শাহজাহান সাজু, কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
৩. আলহাজ ওমর ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রাক্তন প্রশাসক, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা।
৪. অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক, লেখক ও গবেষক, ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা।
৫. মিসেস পাপড়ী বসু, নারী নেত্রী, ঝাউতলা, কুমিল্লা।
৬. ডাঃ নোমান খান, সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, কুমিল্লা।
৭. জনাব বশির উল আনোয়ার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক কালচারাল অফিসার, কুমিল্লা।

(ঙ) পরিবহন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, কুমিল্লা।
২. সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, কুমিল্লা জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপ, কুমিল্লা।
৩. কার্যকরী সভাপতি, কুমিল্লা জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপ, কুমিল্লা।
৪. সভাপতি, কুমিল্লা জেলা ট্রাক মালিক সমিতি, কুমিল্লা।
৫. সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা জেলা বাস ও মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, কুমিল্লা।
৬. সভাপতি, কুমিল্লা জেলা ট্রাক, ট্যাংক লরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, কুমিল্লা।
৭. জনাব গোলাম মাওলা, কুমিল্লা জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি, হোল্ডিং-৪৫৭, মদিনা মসজিদ সড়ক, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
৮. জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, কুমিল্লা জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি, কেরানীনগর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৮/৪/২৪

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮